



125897 - যবে ব্যক্‌ত শিষে তশাহ্‌হুদ না পড়‌ে সালাম ফরিয়‌ে ফলেছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্‌ত শিষে তশাহ্‌হুদ‌ে জন্য বসছেন‌ে; কনিতু তশাহ্‌হুদ উচ্‌চারণ করতে ভুল‌ে গছেন‌ে— তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ‌।

এক:

শিষে তশাহ্‌হুদ পড়া ও এর জন্য বসা নামায়‌ে দু'ট‌ে রুকন; এ দু'ট‌ে ব্যতীত নামায় সহ‌ি হব‌ে না।

"যাদুল মুসতাকনা" গ্রন্থ‌ে নামায়‌ে রুকনসমূহ বর্ণনা করতে গিয়‌ে বলা হয়‌ে: "শিষে তশাহ্‌হুদ ও এর জন্য বসা"।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "শিষে তশাহ্‌হুদ হচ্‌ে— নামায়‌ে দশম রুকন। এর দলিল হচ্‌ে— আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস তিনি বলেন: আমাদ‌ে উপর তশাহ্‌হুদ ফরয করার আগ‌ে আমরা বলতাম: **السلام على الله من عباده،** **السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان** (বান্দাদ‌ে পক্ষ থেকে আল্লাহ‌র প্রতি সালাম। জব্রাইল ও মকাইল‌ে প্রতি সালাম এবং অমুক ও অমুক‌ে প্রতি সালাম)। [দারাকুতনী সহ‌ি সনদ‌ে বর্ণনা করছেন‌ে] এ হাদিস‌ে দলিলযোগ্য অংশ হচ্‌ে "আমাদ‌ে উপর তশাহ্‌হুদ ফরয করার আগ‌ে"।

যদি ক‌েটে বল‌ে: আমাদ‌ে অভিমত‌ে প্রত্যাখ্যান করচ্‌ে— প্রথম তশাহ্‌হুদ। যহেত‌ে প্রথম তশাহ্‌হুদও তশাহ্‌হুদ; অথচ তা সত্‌বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ‌ি ওয়া সাল্লাম প্রথম তশাহ্‌হুদ ছ‌েড়ে দিয়‌েছিলেন‌ে এবং সাহু সজেদার মাধ্যম‌ে এ ভুল‌ে শোধরান‌ে চেষ্টা করছেন‌ে। এটা ত‌ে ওয়াজবি আমল‌ে হুকুম। তাই শিষে তশাহ্‌হুদ‌ে বধিানও ক‌ি অনুরূপ হব‌ে না?

জবাব হচ্‌ে: না। মূল বধিান হচ্‌ে দু'ট‌ে তশাহ্‌হুদই ফরয। এই বধিান থেকে প্রথম তশাহ্‌হুদ সূনাহ‌র দলিল‌ে ভিত্তি‌ে ব‌ে‌িয়ে গলে। যহেত‌ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ‌ি ওয়া সাল্লাম যখন তশাহ্‌হুদ ছ‌েড়ে দিয়‌েছিলেন‌ে তখন তিনি সাহু সজেদার মাধ্যম‌ে স‌েট‌ে‌র ক্‌ষতপূরণ করছেন‌ে। অতএব, শিষে তশাহ্‌হুদ এর মূল বধিান রুকন হিস‌েবে ফরয হ‌ওয়ার উপর অটুট থাকল‌।

"এর জন্য বসা" এট‌ি নামায়‌ে একাদশ রুকন। অর্থাৎ তশাহ্‌হুদ‌ে জন্য শিষে ব‌ঠ‌েক রুকন। ধর‌ে ন‌ি ক‌েটে একজন সজেদা থেকে স‌েজা দাঁড়িয়‌ে গলে এবং দাঁড়িয়‌ে তশাহ্‌হুদ পড়‌ল—এভাবে জায়‌ে হব‌ে না।। যহেত‌ে স‌ে ব্যক্‌ত নামায়‌ে একট‌ি রুকন ছ‌েড়ে দিয়‌েছেন‌ে। স‌েট‌ে হল ব‌ঠ‌েক। তাকে অবশ্যই বসতে হব‌ে এবং তশাহ্‌হুদট‌ি অবশ্যই বস‌ে পাঠ করতে হব‌ে। যহেত‌ে তিনি



বলছেন: "এর জন্য বসা" এ কথার মাধ্যমে তিনি বঠেককে তাশাহুদরে সাথে সম্বন্ধতি করছেন এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে, তাশাহুদ অবশ্যই একই বঠেককে হতে হবে।[আল-শারহুল মুমতী (৩/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যে ব্যক্তি নামায়ের কোন একটি রুকন আদায় করতে ভুলে গেছে তার উপর অনবির্ষ হল সটে আদায় করা; নচেং তার নামায় শুদ্ধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "আরকানগুলোও ওয়াজবি (আবশ্যকীয়) এবং ওয়াজবিগুলোর চয়েে রুকনসমূহ অধিক তাগদিপূর্ণ। তবে রুকনগুলো ওয়াজবিগুলোর চয়েে এদকি থেকে আলাদা য়ে, ভুলে গেলে রুকনগুলো মওকুফ হয় না; অথচ ওয়াজবিগুলো মওকুফ হয়ে যায় এবং সাহু সজেদা দয়ের মাধ্যমে ওয়াজবি বাদ পড়ার ক্ৰতিপূর্ণ করা যায়। কন্তি রুকনগুলো এর বপির্ত। তাই ভুলবশতঃ কোন রুকন ছুটে গেলে সটে আদায় করা ছাড়া নামায় সহহি হয় না।"

তনি আরও বলেন: "সাহু সজেদার মাধ্যমে রুকনগুলোর ক্ৰতিপূর্ণ না হওয়ার দললি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন য়োহর বা আসররে নামায়ের দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেলে তখন তনি নামায়ের অবশ্যিটাংশ আদায় করে নামায় সম্পূর্ণ করলে এবং সাহু সজেদা দলিলে। এতে করে প্রমাণতি হল য়ে, ভুলে গেলেও রুকনগুলো মওকুফ হয় না। বরং সগুলো সম্পন্ন করতে হয়।"[আল-শারহুল মুমতী (৩/৩১৫, ৩২৩)]

অতএব, য়ে ব্যক্তি শিষে তাশাহুদ না পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেছেন যদি বিশেি বলিম্ব না হয় তাহলে তনি পুনরায় নামায়ে ফরিয়ে য়াবনে এবং বসে তাশাহুদ পড়ে তারপর সালাম ফরীবনে। এরপর সাহু সজেদা দবিলে। এরপর পুনরায় সালাম ফরীবনে। আর যদি বিশেি দরী হয়ে যায় তাহলে গটেটা নামায় পুনরায় পড়বনে।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।